দৈনিক বিকিলাব

NOV. 29 2001

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদের সেমিনারে বক্তাবৃন্দ

ইসলামী শিক্ষাই আমাদের আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি শীর্ষক সেমিনারে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বরকত উল্লা বুলু বলেছেন, কুরআনের বাইরে কোন শিক্ষা বা জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই। ইসলামী শিক্ষাই আমাদের আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ।

গতকাল বিকেলে জাতীয় ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে তিনি প্রধান মেহমানের বক্তব্য রাখছিলেন। ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল হামিদ, সংসদ সদস্য আলহাজ মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, ডাঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী, এডভোকেট আব্দুল মোবিন, আব্দুল কাইয়ুম খন্দকার ও মাসুদ মজুমদার প্রমুখ। সেমিনারে সমাজকল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বাণী পাঠ করেন আইস নেছার উদ্দিন। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ। অনুষ্ঠান শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা হাবিবুর রহমান চৌধুরী।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, কুরআনে সবকিছু বলে দেয়া হয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। অথচ ১৪০০ বছর পর আজকের দিনে কুরআনের শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষের জীবনযাপনের জন্য কুরআনের শিক্ষা রাসূল (সাঃ)-এর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বাস্তবে দেখিয়েছেন পৃথিবীর সকল পেশার মানুষের সকল কর্মের সমাধানের লক্ষ্যে। কিন্তু আমরা ইসলাম তথা কুরআন থেকে দূরে থাকার কারণে আজকের মুসলমানদের এ দুরবস্থা।

তিনি আরও বলেন, আমরা আল্লাহর এবাদত করি কিন্তু হালাল খাই না। রুজি হালাল না হলে এবাদত কবুল হবে না।

সভাপতির বক্তৃতায় শাহ আবদুল হান্নান বলেন, সকল শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা। যদি সে শিক্ষায় ইসলামের নির্দেশের বাইরের কোন শিক্ষা না থাকে। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাসহ সকল শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে ইসলামীকরণ করতে হবে।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তার প্রেরিত বাণীতে বলেন, আজ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দু' একটি জোড়াতালি ছাড়া শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানোর কাজটি কেউ সম্পন্ন করেনি। তাই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীতে সক্ষম হচ্ছে না। একটি স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, অগ্রসর জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে গতিশীল, উৎপাদনমুখী, নৈতিকতাসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরীর উপযোগী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। জ্ঞানের ইসলামীকরণ, আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিকাশ আজ সময়ের দাবী। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদদের আজ এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ দিকনির্দেশনা পেশ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আলহাজ মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন বলেন, ১৪০০ বছর পরও ইসলামী শিক্ষার প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি ঘটেনি। তিনি বলেন, সকল প্রকার জুলুম-অন্যায়মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকল পর্যায়ের শিক্ষায় ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইসলামী শিক্ষাকে সর্বত্র কাজে লাগাতে বর্তমান সরকার আন্তরিক। সেমিনারের জন্য লিখিত প্রবন্ধে ডঃ আবদুল ওয়াহিদ বলেন, ইসলামী শিক্ষা বলতে কুরআন-হাদিসের শিক্ষাকেই বুঝায়। সেহেতু ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে ফিরে যেতে হবে মূল ধারায়। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আদলে, আমাদের সিলেবাস কারিকুলাম তৈরী করতে হবে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাকে বাইরে রেখে নয়।